পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে তৃণমূলের ভয় ও হুমকিতে বহু বিরোধী কর্মী-সমর্থক বাড়িছাড়া, প্রার্থী প্রত্যাহারের হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক-বিরোধী চাপে বহু বিজেপি সিপিএম কর্মী সমর্থক বাড়িছাড়া। বিজেপি ও সিপিএম নেতাদের অভিযোগ যে জোরপূর্বক তাদের সব প্রার্থী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষের অভিযোগ যে তৃণমূলের সরকার উন্নয়নের প্রচার নিয়ে ভোটে জেতার ভবিষ্যৎবাণী করলেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন সন্ত্রাস করে বিরোধীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে দিচ্ছে না কেন? এমনকি জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে তাদের সব প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে বলে তিনি শনিবার অভিযোগ করেছেন। একই রকম অভিযোগ সিপিএমের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিকেরও। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের যে স্বাধীনতা ছিল সেই স্বাধীনতাকে হরণ করছে তৃণমূলের সরকার। বিজেপি ও সিপিএম নেতাদের অভিযোগ যে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য শাসকের লাগাতার চাপ অব্যাহত। তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে তাদের বহু প্রার্থীকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয়নি এবং রাস্তায় আটকে দিয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে দেওয়া হয়নি এবং কি আড়ালে-আবডালে প্রর্তীরা মনোনয়ন দাখিল করলেও বর্তমানে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে তৃণমূলের লোকজনেরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার যেখানে তৃণমূলের সন্ত্রাস অব্যাহত সেখানেই তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার এবং মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে দেয়নি। কাটোয়া মহকুমা পাঁচটি ব্লকেই তৃণমূলের ব্যাপক সন্ত্রাসের কারণে বিজেপি এবং সিপিএম প্রার্থী দিতে পারেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হলেও জোরপূর্বক প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার প্রথম দিনে গ্রাম পঞ্চায়েত ১১৯ জন, পঞ্চায়েত সমিতিতে ২২জন ও জেলা পরিষদে তিনজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিজেপি ও সিপিএমের প্রার্থীরা। অন্যদিকে আরো খবর যে, তাদের সিংহভাগ প্রার্থীই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে তাদের দলের কর্মীরা। মন্তেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭৬টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৬টিতে জেলা পরিষদে তিনটি আসন রয়েছে। এরমধ্যে বিজেপি ও সিপিএম কিছু সংখ্যক আসন দিলেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন চাপ দেওয়া হচ্ছে। মন্তেরশ্বর বিধানসভা এলাকা রাই'গ্রাম ভাগরা মুরগি রাম মামুদপুর২ পিপলান পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এমনটাই অভিযোগ বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সৌগত দের। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বলে অভিযোগ বিজেপি নেতাদের। বহু সিপিএমের প্রার্থী তারা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিন। সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক চৌধুরী মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ অভিযোগ করেছেন যে, পিপলন পঞ্চায়েত বাদে সর্বত্র তৃণমূল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের দলীয় প্রার্থীদের প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে। অন্যদিকে ভাতারে এবং জামালপুরেও সিপিএমের এবং বিজেপির মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছেন বলে অভিযোগ। খন্ডঘোষ এলাকাতেও তাদের সব প্রার্থীদের প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে এবং অনেকেই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মুকসিমপাড়া নিমদহ এবং মাজিদা পঞ্চায়েত এলাকায় আউজন সিপিএম প্রার্থী ঘরছাড়া। অন্যদিকে খণ্ডঘোষ এলাকাতে বিজেপির বাড়িতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণঘোষ ও সন্দীপ নন্দী অভিযোগ করেছেন যে শাসকদলের এতটাই সন্ত্রাস যে আমাদের কর্মী-সমর্থকরা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে ভয় পাচ্ছেন।

জেলা বিজেপির সভাপতি সন্দীপ নন্দীর অভিযোগ যে খন্ডঘোষ ও ভাতারের সিংহভাগ বিজেপি প্রার্থী ঘরছাড়া। পুলিশকে জানিয়ে কোন কাজের কাজ হচ্ছে না। বিষয়টি নির্বাচনে আধিকারিকের কাছে জানিয়েছি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতাদের অভিযোগ যে সরকারের উন্নয়নের কাছে গ্রামের বহু বিরোধী শিবিরের লোকজন প্রার্থী হতে চায়নি জোরপূর্বক তাদের প্রার্থী করায় এখন নিজেরাই প্রার্থীপদ তুলে নিতে চাইছে আর সে ক্ষেত্রে তৃণমূলের উপর দোষ চাপাচ্ছে বিরোধীরা। বিরোধীদের কুৎসা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু করার নেই।

উদ্ধার বিরল প্রজাতির প্যাঙ্গোলিন

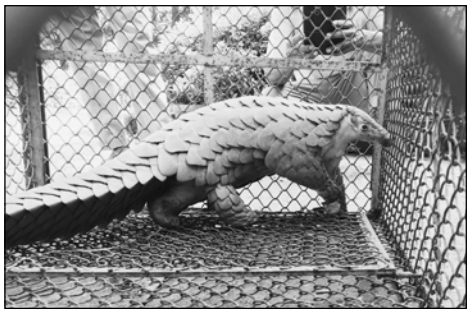

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ আসানসোল মহকুমার রূপনারায়নপুরের আল্লাডি গ্রাম থেকে শনিবার ভোরে উদ্ধার হয় একটি বিরল প্রজাতির চাইনিজ প্যাঙ্গোলিন। আঞ্চলিক ভাষায় এর নাম পিপিলিকাভুক বা বনরুই। এদিন সকালে খবর পেয়ে বনদফতর ওই বনরুইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শনিবার ওই বনরুইটিকে ছাড়া হয় কাঁকসার দেউলপার্কে। দুর্গাপুরের বন আধিকারিক নির্মলকান্তি মণ্ডল জানান, এই বিরল প্রজাতির জীবকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় দেখা যায়। ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এই বিরল প্রজাতির বনরুইকে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই পিপিলিকাভুক আফ্রিকা মহাদেশেও পাওয়া যায়। এদের শরীরে এক ধরণের খোলস থাকে যা এদেরকে অন্যান্য জীবজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। গ্রামাঞ্চলে কিছুটা কুসংস্কার বশত এই বনরুইয়ের শিকার করা হয় বলেও বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ এই বনরুইটিকে কাঁকসার দেউলপার্কে ছাড়া হয়।

রাস্তা সংস্কার নাহলে ভোট বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান ঃ ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতাদের নানান প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত হয় না, এমনটাই অভিযোগ জামালপুরের গ্রামবাসীদের। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। জামালপুর বিধানসভার অন্তর্গত আজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভজনপুর গ্রামের শালমুল পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সংস্কার করা হয়নি। এই রাস্তাটি বাদশাহী রাস্তা হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। জানা গিয়াছে যে, বাদশাহী রাস্তাটির জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় অর্থ বরাদ্দ হলেও আজও কাজ শুরু হয়নি। অথচ জামালপুর বিধানসভার অন্তর্গত ফাইজালাদ্দি বাদশাহী রোড হয়ে ২নং জাতীয় সড়কের সাথে যুক্ত হয়েছে। রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বেহাল কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে সরব হলেও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা উদাসীন থেকেই গেছেন। তাই আগে রাস্তা, তারপর ভোট, এই রকম পোষ্টার লাগানো হয়েছে গ্রামে গ্রামে। শালমুল গ্রামের বাসিন্দা বিমল বিশ্বাস, তপতী সাহা, অম্বীনী সরদার প্রমুখের দাবি যে, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি সংস্কার না করায় আমাদের যাতায়াত করতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্কুল কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পথে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। অথচ এই রাস্তাতেই রয়েছে মেমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ অফিস, আদালত এবং স্কুল কলেজ। তাই এলাকাবাসীরা সরব হয়েছি। রাস্তা সংস্কার না করলে কোনওভাবেই আমরা ভোট দেব না। স্থানীয় বিডিও সুব্রত মাঝি জানিয়েছেন যে, বিষয়টি আমরা জেনেছি। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত গ্রামের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি।

দুর্গাপুর উৎসবে সম্মানিত সাংবাদিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুর মহকুমার বয়স হতে চলেছে ৫০ বছর। ১৯৬৮ সালের ১৮ এপ্রিল আসানসোলের মহকুমাকে ভেঙে তৈরি হয় দুর্গাপুর মহকুমা। এইসময় দুর্গাপুরকে শিল্পের জন্য ভারতের রুঢ় বলা হতো। সেদিন আর নেই। একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানা হয়ে গিয়েছে বন্ধ। বিলগ্নিকরণের খাঁড়া ঝুলছে দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের মাথায়। বহু বেসরকারি কারখানার শ্রমিকদের মাথায়। বহু বেসরকারি কারখানাও বন্ধ। সময় তবু থেমে থাকে না। পায়ে পায়ে পথ চলতে চলতে দুর্গাপুর মহকুমার বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হতে আর মাত্র চারদিন। সালাম দুর্গাপুর নামে সংস্থা দুর্গাপুর উৎসব পালন করছে। উদ্যোক্তারা বৃক্ষরোপণের কাজ শুরু করবেন দুর্গাপুরকে সবুজে ঢেকে দিতে। নাচ–গানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল দুর্গাপুর উৎসব। দুর্গাপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জয় দে-কে সম্মানিত করেন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে লোক সঙ্গীত গবেষক অরুণ চক্রবর্তী।

ঝড়ে ক্ষতির মুখে বোরো ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ গত বছরের কালবৈশাখীর মতোই এবারে কালবৈশাখীর তান্ডবের জেরে ক্ষতিরমুখে গলসির চাষিদের বোরো চাষে। আদৌ কি ক্ষতিপূরণ মিলবে তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন চাষীরা। কৃষি আধিকারিকরা মানতে চাননি চৈত্রের কালবৈশাখীতে এখনো তেমন ক্ষতি হয় নি। অবশ্য চাষিদের দাবি, কোথাও খেতের ধান গাছ নুয়ে পড়েছে। কোথাও ঝড়ে ধানের শিস কালো হয়ে গেছে। কালবৈশাখীর সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিলেও, চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি ব্লকের চাষিদের। তাঁদের অনেকেই গত বারের মত এবারে এই ঝড়বৃষ্টিতে বোরো চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, গলসি-২ ব্লকে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে এবারে বোরো ধানের চাষ হয়েছে। ব্লক জুড়ে সেই ধানে পুল এসেছে। কোথাও ধান 'দুধ' আবার কোথাও আবার ধানে চাল তৈরি হয়েছে। গত দুদিনের পর পর কালবৈশাখীর ঝড়ে সেই ধানের গাছ কিছু এলাকাতে নুয়ে পড়েছে। কিছু এলাকাতে আবার শিসের ধান ফেটে গিয়ে কালো হয়ে গেছে। যে সব জমিতে অপেক্ষাকৃত পরে ধান রোপন করা হয়েছে সেখানেও ফলনে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। আদড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জগবন্ধু আঁকুড়ে ও শিড়রাই গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামের বাসিন্দা সেখ মহম্মদ আলিরা বলেন, ধান প্রায় সব ফলে গেছে। দু'এক দিনের মধ্যেই পাকতে শুরু হত। কিন্তু পর পর দুদিনের ঝড়বৃষ্টিতে ধান শিস কালো হয়ে যাচ্ছে। গলসির দয়ালপুরে সেখ বাহারউদ্দিনের একই অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, এত ঝড় হলে গত বারের মতোই চাষিদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

নবদ্বীপধাম রেলস্টেশনে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নতুন পোষাক প্রদান।

আসানসোলের কুলটিতে মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোলের লছিপুর অঞ্চলের নিষিদ্ধপল্লী থেকে শনিবার ভোর রাতে কবিতা রায় (৩০) নামের এক পতিতার রহস্যজনকভাবে দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ এক দোকানদার ওই মহিলাকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে তার স্বামী বিশ্বরূপ শেখকে খবর দিলে, তারা প্রথমে এক স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যায় ও সেখান থেকে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্যে দেহ আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কবিতা রায়ের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার ভোর রাতে কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় কাউন্সিলার মির হাসিম বলেন, ঘটনার কথা শুনেছি, কয়েকদিন আগেও একটি ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ বলতে পারবে কিভাবে ঘটনা ঘটেছে।

বোমাবাজি গলসিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ প্রার্থীপদ তোলাকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় একজন আহত এবং বোমাবাজি চলেছে গলসির মহড়াতে। এলাকায় চরম উত্তেজনা রয়েছে। আদ্রাহাটি পঞ্চায়েতের মহড়াগ্রামে দুটি আসনের একটিও বিজেপি বা সিপিএম প্রার্থী দেয়নি। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দুই প্রার্থী একে অপরের সাথে নির্বাচনে মুখোমুখি। দলের স্বার্থে কোন এক পক্ষ প্রার্থীপদ তুলে নিতে রাজি নয়। এই অবস্থায় দিনদিন এলাকায় দুই পক্ষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চরমে উঠেছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সংঘর্ষ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধনঞ্জয় সেনকে বাড়িতে ঢুকে রড এবং লাঠি দিয়ে বেদম মারধর করে অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা বলে অভিযোগ এক গোষ্ঠীর। গুরুতর আহত অবস্থায় এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ দায়েরের পরেও কোন পুলিশ বা দলের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় আবার দুই পক্ষের মধ্যে বোমাবাজি শুরু হয় প্রার্থী তুলে নেওয়ার দাবিতে। অভিযোগ একটি গোষ্ঠী বাইরে থেকে কিছু দুষ্কৃতী এনে বোমাবাজি শুরু করে। ডজন খানেক বোমাবাজির পর তারা প্রার্থীপদ না তুললে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তবে দলের দুই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কেউ এই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি নয়। দল যাকে প্রতীক দেবে সেই হবে দলের অফিসিয়াল প্রার্থী। অন্যকে প্রার্থী পদ তুলে নিতে হবে। প্রার্থীপদ তুলে না নিলে দল তাকে বহিষ্কার করবে এবং সেই গোষ্ঠীর প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সংঘর্ষের বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি নয়। গলসি ২নং ব্লকের ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব চৌধুরি বলেন, কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটে নি। পুলিশ জানিয়েছে তদন্ত চলছে।

গলসির আদ্রাহাটিতে শিবের গাজনে ভক্তরা সারা শরীরে বাণ ফুঁড়ে নাচে। এই গাজন নিয়ে আলাকার বাসিন্দারা মহানন্দে মেতে ওঠে।

পয়লা বৈশাখ মানেই ষোলোআনা বাঙালিয়ানা

বিভাংশু দত্ত

চৈত্র মাস শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই বাঙালির মধ্যে সুপ্ত শুদ্ধ বাঙালিত্ব জেগে ওঠে। আজ যে পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ। দুর্গাপুজোর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আসছে বছরের দুর্গাপুজোর জন্য কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যায়, তেমনই পয়লা বৈশাখ পেরিয়ে যাওয়ার পরে আর একটা বছরের জন্য গড়পড়তা বাঙালি অপেক্ষা করতে থাকেন আর একটা পয়লা বৈশাখকে ছোঁবেন বলে। এই দিনটা বাঙালির একান্ত নিজস্ব দিন। পোশাকে-আশাকে, চলনে বলনে বাঙালি এই একটা দিনের জন্য খাঁটি বাঙালি হতে চান। এই দিন হিন্দি গান অঘোষিতভাবে যেন নিষিদ্ধ। সারাদিন বাংলা গান বাংলা বই বাংলা নাচ বাংলা নাটক সব কিছু। আর কবজি ডুবিয়ে বাঙালি খাওয়াদাওয়া।

নববর্ষের উজ্জ্বল ভাস্কর যখন পূর্বাচলপ্রান্ত সোনার আলোয় উদ্ভাসিত করে তখন শুরু হয়ে যায় গঙ্গায়, বিভিন্ন নদীতে, গ্রামের দিঘির কালো জলে পুণ্যস্নান। নতুন কাপড় পরে বাঙালি ঘরে ঘরে পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হালখাতা, শুভ মহরত পয়লা বৈশাখের একটা বিশেষ দোকানি পরব। সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজোর আয়োজন চলতে থাকে। সবখানেই দেখা যায় পুজোর আয়োজকদের খাঁটি বাঙালি পোশাকে। ছোটবড়ো সব বয়সি মেয়েরা নতুন নতুন শাড়ি পরেন। আর পুরুষেরাও ধুতি পাঞ্জাবি আর ধুতি সম্ভব না হলেও পাজামা পাঞ্জাবি তো চাইই। ভোর থেকেই বিভিন্ন মন্দিরে পুজার্থীদের ভিড় দেখা যায়। কলকাতার ময়দানে ফুটবলের মঙ্গলকামনায় বারপুজোর আয়োজন করা হয়। সবাই এই বারপুজোয় শামিল হন। পয়লা বৈশাখে বার পুজো কলকাতার ময়দানের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য।

আর যাঁরা সারা বছর শিল্পসংস্কৃতি চর্চা করেন তাঁরা পয়লা বৈশাখের গোটা দিনটাকেই নিজের মতো করে ভালোবাসে। সূর্য ওঠার আগে থেকেই দিকে দিকে শুরু হয়ে যায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। হাজারো বাংলা গান থাকলেও এই দিনে সেই গান দিয়েই নববর্ষকে বরণ করা হয়। আর কোনো গান নয়, সেই এক অপরিবর্তনীয় গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। তাপসনিশ্বাস বায়ে, মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে।'

তারপরে একে একে কত গান আবৃত্তি নাচের মাধ্যমে বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক পদযাত্রা।

এদিন দুপুরেও সাহেবিয়ানার সঙ্গে বাঙালির আইন। না, চেয়ার টেবিল নয়, এদিন ইচ্ছে করে মেঝেয় আসন পেতে কলাপাতায় মধ্যাহ্নভোজ সারেন অনেকেই। খাদ্যতালিকাতেও থাকে বাঙালির সেই সনাতনি পদ, পাঁঠা বা খাসির মাংস, মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, মোচার ঘন্ট, শুক্তো, ছ্যাঁচড়া, কাঁচকলার কোপ্তা, আমের চাটনি, দই, মিষ্টি, পাঁপড় ইত্যাদি।

বিকেলে দোকানে দোকানে হালখাতার অনুষ্ঠান। ক্রেতা বিক্রেতার আর্থিক লেনদেনের চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে ভাবের আদানপ্রদান, মিষ্টিমুখ, হাতে ক্যালেন্ডার। পয়লা বৈশাখে খরিদ্দার যেন পরম অতিথি। বিকেলেও বিভিন্ন জায়গায় বর্ষবরণের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাঙালি মেতে ওঠেন। এরপর সন্ধে পেরিয়ে রাত ঘনিয়ে শেষ হয় পয়লা বৈশাখের পুণ্যদিন। আর তারপর দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা। আবার চৈত্র মাস। দোকানে দোকানে চৈত্র অবসানের আগেই কিনে নেন নতুন নতুন বসন, পয়লা বৈশাখের অপেক্ষায়। নববর্ষকে আহ্বান করার জন্যই নববসন। বর্ষবরণের জন্যই এ নব আবরণ ক্রমে 'মরি হায়, চলে যায়, বসন্তের দিন চলে যায়।' আবার নতুন করে 'এসো হে বৈশাখ' গান গাওয়ার জন্য বাঙালি মহড়া দিতে থাকেন। আবারও ষোলো আনা বাঙালিয়ানায় মজে থাকতে চান। নববর্ষ যে বাঙালির ঐতিহ্য।

নলিনী নার্সিং হোম
পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি
ডাঃ কৌশিক কুণ্ডু
MBBS (KOL.), M.S. (G&O), Chennai.
Consultant Gynoecologist & Obstetruician.
Special Interest : Infertility.
প্রতি মঙ্গলবার
Laparoscopy (মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।
Ph. No.- 03211-255013/ Mob.- 8926893081

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট–এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222